# দ্বিতীয় অনুরোধপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www tmed.gov.bd

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৮৬(অংশ-১).১৭-৬৪

তারিখঃ ১০ ফাল্গুন, ১৪২৭ / ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

বিষয়টিঃ রিট পিটিশন নং-২৮৩০/২০২০ মামলার ১২/০৩/২০২০ তারিখের আদেশ ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৮.৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঢাকাস্থ আরমানীটোলায় অবস্থিত মাহমুদা খাতুন মহিলা কামিল মাদ্রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞার (ফেব্রুয়ারী/২০১৬ মাসের আংশিক বকেয়াসহ) ফেব্রুয়ারী/২০১৬ থেকে ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাস পর্যন্ত সময়ের (প্রযোজ্য) বকেয়া বেতন-ভাতাদি (এমপিও) প্রদানের বিষয়ে তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র
(১) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৮৬(অংশ-১).১৭-৬৬৫, তারিখ: ১১/১২/২০১৯ খ্রি.
(২) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৮৬(অংশ-১).১৭-৬৬৪, তারিখ: ১১/১২/২০১৯ খ্রি.
(৩) ইআবি'র স্মারক নং- ইআবি/রেজি/প্রশা/১০৩৫৪, তারিখ: ০৬/০১/২০২০ খ্রি.
(৪) ইআবি'র স্মারক নং- ইআবি/রেজি/প্রশা/কা.গ.ব/ঢ-০৭/২০১৫/৫৫৯৬, তারিখ: ২৯/০৫/২০১৮ খ্রি.
(৫) ইআবি'র স্মারক নং- ইআবি/রেজি/প্রশা/কা.গ.ব/ঢ-০৭/২০১৫/৪০৭৫, তারিখ: ০১/১১/২০১৭ খ্রি.
(৬) জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা এর আপত্তি পত্র তারিখ: ২৬/৬/২০১৮ খ্রি.
(৭) জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা এর আবেদন তারিখ: ২০/৯/২০১৯ খ্রি.
(৮) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৮৬(অংশ-১).১৭-৩৭৯, তারিখ: ১৯/১১/২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকাস্থ আরমানীটোলায় অবস্থিত মাহমুদা খাতুন মহিলা কামিল মাদ্রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের বর্ণনা সংক্ষেপ নিম্নরূপ –

২ (ক) ঢাকা আরমানীটোলার আবুল খায়রাত রোডে অবস্থিত মাহমুদা খাতুন মহিলা কামিল মাদ্রাসা'য় জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা ২৮/১১/১৯৯৪ তারিখে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ০১/১২/১৯৯৪ খ্রি. তারিখে যোগদান করেন।

(খ) অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বেরত থাকা অবস্থায় জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা অসুস্থতাজনিত কারণে গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বরাবর আবেদন করে ০১ (এক) মাসের ছুটিতে যান। উক্ত ছুটির বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ পত্রও রয়েছে।

(গ) উক্ত ০১ (এক) মাসের মেডিকেল ছুটি শেষে ১৬/০৩/২০১৬ তারিখে মাদ্রাসায় গেলে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি জনাব আব্দুল হাফিজ কর্তৃক অন্যায়ভাবে কোন কারণ ছাড়া জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা-কে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনে বাধা দেন এবং সরকারি বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখেন মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) আবেদনকারী অধ্যক্ষ পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেননি বরং সভাপতি কর্তৃক জোর করে তাঁর স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে মর্মে গত ০৩/০২/২০১৬ তারিখে মিরপুর মডেল থানা, ঢাকায় জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। ডায়েরী নম্বর ১৭৩, তারিখ ০৩/১২/২০১৬।

(ঙ) অত:পর জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা তাঁর চাকরির মেয়াদ ফেব্রুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থেকে যাতে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে মর্মে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০৮/১২/২০১৬ তারিখে আবেদন করেন। ইতোমধ্যে জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা গত ২৮/০২/২০১৮ তারিখে চাকরি হতে অবসরে যান মর্মে আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

(চ) দাখিলকৃত উক্ত আবেদনের আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ মামলা দায়ের করা হয়।

(ছ) রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ মামলাটি গত ২৭/০২/২০১৬ তারিখে মহামান্য আদালত কর্তৃক নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়-

"Pending hearing of the Rule, respondent No. 8 is directed to dispose of the application dated 08.12.2016 as evident from Annexure-C within 30 (thirty) days from the date of receipt of a copy this order in accordance with law"

(জ) অত:পর পিটিশনার কর্তৃক রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ মামলায় প্রদত্ত গত ২৭/০২/২০১৬ তারিখের আদেশটি সংশোধনের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত রিট মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ০৫/০৭/২০১৭ তারিখে অন্তবর্তীকালীন আদেশটি পরিবর্তন করে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়-

"Accordingly, the application is modified in the following terms: Pending hearing of the Rule, the respondent Nos. 4 or 5 instead of respondent no 8 is directed to dispose of the petitioner's application dated 08.12.2016 as evident from Annexure-C to the writ petition within 90 (ninety) days from the date of receipt of a copy this order"

৩। (ক) উক্ত রায়ের কপিসহ পিটিশনার কর্তৃক ইতিপূর্বে ২০/৯/২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে রিট মামলার আদেশের আলোকে ৪ ও ৫ নং রেসপনডেন্ট (চেয়ারম্যান, বাকাশিবো ও ডিজি, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ডিজি, ডিএমই কর্তৃক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে টিএমইডি হতে ১১/১২/১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকমূলে চেয়ারম্যান, বামাশিবো এবং রেজিস্ট্রার, ইআবি-কে এবং একই তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকে ডিজি, ডিএমই-কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(খ) টিএমইডি হতে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে ডিজি, ডিএমই হতে উক্ত পত্রের জবাব আজোবধি পাওয়া যায়নি।

(গ) ইআবি হতে জবাব পাওয়া গেলেও তথ্যের বৈপরীত্য আছে (একই ব্যক্তির বিষয়ে একবার স্বেচ্ছা পদত্যাগ এবং অন্যপত্রে সাময়িক বরখাস্ত মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে) ফলে স্বেচ্ছা পদত্যাগের বিষয়টি সন্দেহাতীত নয়।

৪। রেজিস্ট্রার, ইআবি হতে ০৬/১/২০ তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয় যে, রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ এর ০৫/০৭/২০১৭ তারিখের আদেশ মোতাবেক জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞার স্বেচ্ছায় পদত্যাগের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় মাদ্রাসার সভাপতিকে তাঁর (০১/০১/২০১৭ তারিখ থেকে) পদত্যাগের বিষয়টি কার্যকর করার জন্য ২৯/৫/২০১৮ তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করে পিটিশনার এর ০৮/১২/২০১৬ তারিখের আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়। অথচ ইআবি'র ০১/১১/২০১৭ তারিখের সূত্রোক্ত (৫) নং পত্রে জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা সাময়িক বরখাস্তকৃত মর্মে তদন্তের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ফলে ইআবি'র পত্র হতেই স্পষ্ট হয় যে, স্বেচ্ছা পদত্যাগের বিষয়টি সন্দেহাতীত নয়।

৫ বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক তাঁর চাকরির মেয়াদ ফেব্রুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থেকে যাতে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে মর্মে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০৮/১২/২০১৬ তারিখে আবেদন করা হয়েছিল। অধিকন্তু রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ এর ০৫/০৭/২০১৭ তারিখের আদেশেও (আদেশপ্রাপ্তির) ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পিটিশনারের ০৮/১২/২০১৬ তারিখের আবেদনটি নিষ্পত্তি করা জন্য রেজিস্ট্রার, ইআবি ও বামাশিবো-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল।

চলমান পাতা নং-০২